MALALA FUND

Share the Planet

হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

এসেড হবিগঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০২৪

দুর্যোগ হলো এমন এক পরিস্থিতি, যা একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজ এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে ঐ জনগোষ্ঠী বা সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়, যা মোকাবেলা করতে বাইরের সাহায্যের দরকার হয়। এ কারণে দুর্যোগ সম্পর্কে কিছু সচেতনতা ও আগাম সতর্কতা অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী সময়ে করণীয় কিছু বিষয়ে সচেতন থাকলে দুর্যোগ মোকাবেলা করা সহজ হয়।

বাংলাদেশের ছয় ভাগের এক ভাগ হাওর অঞ্চল। যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে ফেলে তা হলো বন্যা। বন্যার কারণে নারী-পুরুষভেদে সকল বয়সী মানুষ জীবন হারানোর আশঙ্কায় পড়তে পারেন। তবে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। এছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তাই বন্যার স্বরূপ, ক্ষতিকর প্রভাব এবং নিরাপদ থাকার উপায় সম্পর্কে সমাজের মানুষকে সচেতন করে তোলা দরকার।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে এসেড হবিগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বন্যা ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য এই উপকরণ উন্নয়ন ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ পরিবার ও আশপাশের মানুষের মধ্যে বন্যা ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

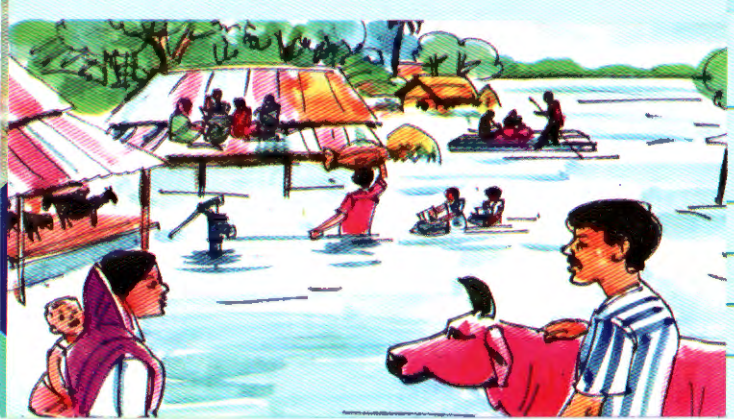

বন্যা কী

বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানির ঢল অথবা অতিবৃষ্টির কারণে পানি বৃদ্ধির ফলে যখন মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জীবন ও সম্পদ ধ্বংসের ঝুঁকিতে পড়ে এমনি অবস্থাকে বন্যা বলে।

সাধারণত আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চৈত্র মাসের শেষ দিকেও হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যা হতে দেখা যায়।

বন্যা আমাদের কী কী ক্ষতি করে

বন্যা আমাদের ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, গৃহপালিত পশু-পাখি, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে আমাদের অনেক সম্পদহানি ঘটে। বন্যা নিরাপদ পানির প্রধান উৎস টিউবওয়েল এবং পায়খানা ডুবিয়ে ফেলে। ফলে চারদিকে পানিবাহিত রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। বন্যার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। তাই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যাওয়ার ফলে অনেক শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়।

বন্যার পূর্বে করণীয়

- দুর্যোগ ক্যালেন্ডার তৈরি করা। কোন সময়ে কোন দুর্যোগ আসে তা ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করা।
- রেডিও, টেলিভিশনে আবহাওয়ার খবর নিয়মিত শোনা।
- আশ্রয় কেন্দ্র এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।
- বাড়ির ভিটা, পুকুরপাড় ও রাস্তা উঁচু করা।
- পরিবারের সদস্যদের সাঁতার শেখানো।
- জ্বালানি ও শুকনো খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, গুড় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখা।
- ধান, চাল ও অন্যান্য ফসলের বীজ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
- নৌকা কিংবা ভেলার ব্যবস্থা রাখা।
- বই, খাতা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
- টিউবওয়েলের মাথা পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে রাখা।
- নিয়মিত সঞ্চয় করা ও কিছু টাকা হাতে রাখা।

বন্যা চলাকালীন করণীয়

- পরিবারে শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করে সকলের নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।
- প্রশাসন, স্থানীয় সরকার বা সামাজিক সংগঠনের নির্ধারিত আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করা।

- দূষিত পানি পান ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র হাতের কাছে রাখা।
- সকল সময় নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নেওয়া।
- পানিতে থাকাকালীন স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে চেষ্টা না করা।
- ঘরে শুকনো খাবার, দিয়াশলাই ও মোমবাতি সংগ্রহে রাখা।
- ঘরের আশেপাশে ক্ষতিকর পোকা মারার ব্যবস্থা নেওয়া।
- ফিটকিরি বা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সংগ্রহে রাখা ও প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে তা বিচ্ছিন্ন করা।

বন্যা পরবর্তী সময়ে করণীয়

- পানি সরে গেলে ঘরবাড়ি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করা।
- নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা।
- ঘরবাড়ির প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ করা।
- দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা।
- জমি তৈরি করা ও দ্রুত চাষাবাদ শুরু করা।
- যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ পেশাগত কাজ শুরু করা।

এই শিক্ষা উপকরণটি মালালা ফান্ড ও শেয়ার দ্যা প্লানেট এর সহায়তায় প্রস্তুতকৃত

এবং

এটি প্রস্তুতকরণে ইন্টারনেট ও বিভিন্ন উৎস থেকে ছবি ও তথ্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

প্রকাশকাল : আগষ্ট, ২০২৪

এসেড হবিগঞ্জ
রাজনগর আ/এ, হবিগঞ্জ।
ফোন: +৮৮০২৯৯৬৬০৫৯৫১
ই-মেইল: asedbd.org@gmail.com